বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গঠনতন্ত্র

(২৬ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ শিলচর বঙ্গভবনে
অনুষ্ঠিত নববিংশতিতম
কেন্দ্রীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি সভায়
সর্বশেষ সংশোধিত)

মুখবন্ধ

১৩৮৩ বঙ্গাব্দ/১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ-এর সূচনাপর্বে প্রণীত বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের গঠনতন্ত্র সংগঠনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন-পরিমার্জন করা হয়েছে। শিলচর বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের নববিংশতিতম কেন্দ্রীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি সভায় (২৬ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ১১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) এই গঠনতন্ত্রের সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে, যার চূড়ান্ত রূপ এই সংস্করণে উপস্থাপিত হল।

এই সংশোধিত গঠনতন্ত্র সম্মেলন পরিচালনায় মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

৩০ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
(১৫ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি
বঙ্গভবন, শিলচর-৭৮৮০০১

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
সংশোধিত গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক কাল থেকে বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষী মানুষের বসবাস। শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বিবেচনায় এই নদী বিধৌত অঞ্চলটিকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলেও ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আপন স্বকীয়তা নিয়ে এই উপত্যকায় বসবাস করে আসছেন বাঙালিরা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও উপত্যকায় বসবাসকারী অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখে চলেছেন ইতিহাসের কাল থেকেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদ সমগ্র আসাম রাজ্যকে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয় তখন তার ঢেউ এসে এই উপত্যকাকেও গ্রাস করতে চায়। বহুভাষিক এই রাজ্যটির মূল চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং সব ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আপন আপন ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষাকল্পে বরাক উপত্যকার প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষই এক ব্যাপক সচেতনতার প্রকাশ ঘটান এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

কিন্তু আগ্রাসনেচ্ছু উগ্র ও সংকীর্ণতাবাদীরা তাতে বিরত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে এই উপত্যকার মানুষদের ভাষিক পরিচয় মুছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষার সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় তরতাজা এগারোটি তরুণ প্রাণ-কে পুলিশের গুলির মুখে আত্মাহুতি দিতে হয়। পরবর্তীকালে আরও একাধিক জন ভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় শহিদ হন। একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এই গুলিচালনা শুধু মর্মন্তদই নয়, সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করারই নামান্তর। এই কলঙ্কময় ইতিহাস রচনার পরও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিশ্চেষ্ট না হয়ে সুকৌশলে তাদের আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী মানুষের ভাষা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন এক পরিস্থিতিতে বরাক উপত্যকার বৃহত্তম ভাষিকগোষ্ঠী বাঙালি সহ অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীর মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ও আপন আপন মাতৃভাষা ও জাতীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত রাখা এবং বিকাশ ঘটাবার নৈতিক দায়িত্ব অনুধাবন করেই এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মাতৃভাষাপ্রেমি চিন্তকদের উদ্যোগে অবিভক্ত 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'-র ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে) 'কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে উপত্যকায় তিনটি জেলা সৃষ্টির পর এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'।

১। সংস্থার নাম :

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। এই গঠনতন্ত্রে 'সম্মেলন' পদটি 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। কেন্দ্রীয় সমিতির ঠিকানা :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, বঙ্গভবন, অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর-৭৮৮০০১।

৩। **কর্মক্ষেত্র :**

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বহির্বরাকবাসী অধ্যুষিত স্থানেও সংগঠন সম্প্রসারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নামে 'অধ্যায়' হিসেবে পরিচিত হবে।

৪। **প্রতীক :**

পুস্তকের উপর একতারা।

৫। **পতাকা :**

হলুদ রঙের কাপড়, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩ : ২ যার মধ্যভাগে থাকিবে পুস্তকের উপর একতারার ছবি।

৬। **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :**

(ক) 'সম্মেলন' একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক অপেশাদার অরাজনৈতিক সংস্থা।

(খ) ঘোষিত কর্মক্ষেত্রে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা, প্রসার ও উন্নয়ন সাধন, বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা, চিন্তা ও গবেষণা, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা এবং এর পরিপন্থী কোনও ধরনের অপপ্রয়াস প্রতিহত করা, জাতিগত আত্মপরিচয় রক্ষা ও প্রতিপালন, নাগরিকত্বের অধিকার রক্ষায় আবশ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(গ) 'সম্মেলন'-এর আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে ভাতৃত্বমূলক সুসম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও অনুরূপ সু-সম্পর্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা; প্রত্যেক গোষ্ঠীর মাতৃভাষার নিজস্ব প্রতিভা বিকাশে সহায়তা ও সহযোগিতা করা।

(ঘ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন, আলোচনাচক্র, সাহিত্য বাসর, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠিত করা।

(ঙ) বরাক উপত্যকার লেখক, লেখিকা, কবি ও সাহিত্যিক, সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের পুস্তকাদি মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিপণনের ব্যবস্থা করা এবং এ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

(চ) বরাক উপত্যকার গ্রাম, গঞ্জ, বাগান শহর ও পাহাড়ি এলাকাগুলো থেকে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শন সমূহ উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা।

(ছ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীকে আর্থিক সহায়তা করা।

(জ) 'সম্মেলন'-এর স্বার্থে সম্পদ আহরণ করা।

(ঝ) বরাক উপত্যকার যে কোনও স্থানে পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(ঞ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ভাষা শিক্ষা সম্প্রসারণ, বিবিধ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম প্রণয়ন ও রূপায়ণে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে বরাক উপত্যকায় আসাম সরকারি ভাষা আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রহরীর ভূমিকা পালন করা।

(ট) বরাক উপত্যকার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক সরকারি পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণের দাবিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত বৌদ্ধিক আন্দোলন সংগঠিত করা।

(ঠ) বরাক উপত্যকার কৃতি সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা / পুরস্কার, পদক, মানপত্র ইত্যাদি প্রদান করা।

(ড) মাতৃভাষা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সক্রিয় এবং সদর্থক ভূমিকা পালন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা।

৭। সভ্যপদ :

(ক) সম্মেলনের মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আস্থাশীল এবং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি অনুরাগী এবং সম্মেলনের গঠনতন্ত্র মেনে চলতে সম্মত যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক দল, মত, জাতি, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মেলনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু সমান্তরাল উদ্দেশ্যে গঠিত এবং একই কাজে নিয়োজিত অন্য সংগঠনের সদস্য সম্মেলনের আঞ্চলিক, জেলা বা কেন্দ্রীয় স্তরের পদাধিকারী হতে পারবেন না।

(খ) 'সম্মেলন'-এর অরাজনৈতিক চরিত্র রক্ষার্থে কোনও রাজনৈতিক দলের স্থানীয়, আঞ্চলিক বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পদাধিকারী 'সম্মেলন'-এর আঞ্চলিক, জেলা বা কেন্দ্রীয় স্তরের পদাধিকারী হতে পারবেন না।

(গ) সদস্যভুক্তির আবেদনপত্রটি কমপক্ষে দুইজন আঞ্চলিক সমিতির জেলা সমিতির/কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

(ঘ) সম্মেলনের সদস্য চাঁদার পরিমাণ বার্ষিক কেন্দ্রীয় সাধারণ সভায় নির্ধারণ করা হবে। এই নির্ধারিত সদস্য চাঁদা দুই বছরের জন্য জমা দিয়ে সদস্যভুক্তির আবেদনপত্র আঞ্চলিক সমিতিতে জমা দিতে হবে। তবে সদস্যপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় সাধারণসভা কর্তৃক নির্ধারিত একটি অতিরিক্ত প্রবেশিকা শুল্কও (Admission / Registration) দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমিতি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে।

(ঙ) দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশনের পর পুনর্গঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যকালের প্রথমদিন থেকেই প্রতিটি আঞ্চলিক সমিতি নতুন সদস্যভুক্তির আবেদন পত্র গ্রহণ করতে পারবে। এই আবেদনপত্র আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সমিতি বা অবস্থা বিবেচনায় আঞ্চলিক সাধারণ সভায় গ্রাহ্য হলে তা জেলা সমিতির কাছে প্রেরণ করতে হবে। জেলা কার্যনির্বাহক সমিতিও একই প্রক্রিয়ায় আবেদন পত্র গ্রহণ করে তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের জন্য পাঠাবে। সভ্যপদের আবেদন পত্রের বয়ান কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি নির্দিষ্ট করে দেবে।

(চ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির তরফে নির্ধারিত সময়ে পুরোনো সদস্যদের সদস্যপত্র নবীকরণ করতে হবে। নবীকরণের প্রপত্র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জেলা সম্পাদককের মাধ্যমে আঞ্চলিক সম্পাদকদের কাছে পাঠাবেন। নবীকরণের এই প্রক্রিয়া শেষ হলে আঞ্চলিক সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ে তা জেলা সম্পাদকের কাছে ফেরৎ পাঠাবেন। জেলা সম্পাদক এগুলো কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠানোর পরই সদস্যপদ নবীকরণ পর্ব সম্পন্ন হবে।

ছ) আঞ্চলিক সমিতি, জেলা সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতির মধ্যে সদস্যভুক্তির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বণ্টনের আনুপাতিক হার হবে ৪:৩:৩।

৮। তহবিল :

(ক) **সাধারণ তহবিল :** সভ্য চাদা ও অন্যান্যভাবে সংগৃহীত চাঁদা, দান ও সরকারি অনুদানরূপে সংগৃহীত অর্থ ও সম্পদে 'সম্মেলন'-এর তহবিল সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হবে। 'সম্মেলন'-এর সমুদয় সাধারণ তহবিল সংশ্লিষ্ট কার্যকরী সমিতি অনুমোদিত কোনও ব্যাঙ্কে 'সম্মেলন'-এর নামে জমা থাকবে। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠানোর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। একই প্রক্রিয়ায় জেলা সমিতি ও আঞ্চলিক সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, নিজস্ব তহবিল অনুমোদিত ব্যাঙ্কে সম্মেলনের নামে জমা রেখে লেনদেন করবেন।

(খ) সংরক্ষিত তহবিল : কার্যনির্বাহক সমিতি 'সম্মেলন'-এর সাধারণ তহবিল থেকে সভ্য চাঁদা, বিপণন অথবা এই উদ্দেশ্যে অন্যভাবে গৃহীত অর্থ দিয়ে সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করতে পারবে। কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদিত কোনও ব্যাঙ্কে এই তহবিলের অর্থ গচ্ছিত থাকবে। কেন্দ্রীয়স্তরে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, জেলা স্তরে জেলা সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, আঞ্চলিক স্তরে আঞ্চলিক সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙ্কের সাথে লেনদেন করতে পারবেন।

মেয়াদি পরিকল্পনায় লগ্নি করা অর্থ মেয়াদ পূর্ণ হলে উঠানো যাবে। কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই অর্থ পুনরায় লগ্নি করা যাবে বা 'সম্মেলন'-এর তহবিলে সংরক্ষিত থাকবে।

(গ) অর্থ বণ্টন : সংরক্ষিত তহবিলে সংগৃহীত অর্থ অথবা স্থাবর/অস্থাবর সম্পদজাত অর্থ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সমিতি অধস্তন সমিতিগুলিতে বিশেষ উদ্দেশ্যে বণ্টন করতে পারবে। এভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে বণ্টিত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যয় শেষে সর্বোচ্চ তিন মাসের সময়সীমায় অধস্তন সমিতি উর্দ্ধতন সমিতির কাছে সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করবে।

৯। সাংগঠনিক কাঠামো :

(ক) 'সম্মেলন'-এর সংগঠন হবে ত্রি-স্তরীয় এবং সেগুলো যথাক্রমে আঞ্চলিক, জেলা ও কেন্দ্রীয় সমিতি নামাঙ্কিত হবে।

(খ) **কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য পদের যোগ্যতা ও নির্বাচন :** যে কোনও সদস্য কমপক্ষে ২ (দুই) বছর সদস্য হিসেবে না থাকলে আঞ্চলিক/ জেলা/কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহক সদস্য হিসেবে নির্বাচনযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কমপক্ষে ২ (দুই) বছর সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকার পর কর্মকর্তা অথবা কার্যনির্বাহক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। অবশ্য নবগঠিত আঞ্চলিক সমিতির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(গ) কোনও সদস্য একই সঙ্গে আঞ্চলিক, জেলা ও কেন্দ্রীয় সমিতিতে পদাধিকারী হিসেবে পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। যে কোনও একটি সমিতিতেই তিনি পদাধিকারী হিসাবে থাকতে পারবেন।

(ঘ) 'সম্মেলন'-এর সব স্তরের পদাধিকারীগণ একাধিক্রমে দুইটি কার্যকালের অধিক সময় একই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কেন্দ্রীয় / সাধারণ সভা তৃতীয়বারের জন্য পদাধিকারীদের নির্বাচন করতে পারবে। তবে এরপর আর পদাধিকারীদের ওই পদে রাখা যাবে না।

(ঙ) 'সম্মেলন'-এর যে কোনও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য যদি আগাম অবগত না করে পর পর তিনটে সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহক সমিতি ওই অনুপস্থিত সদস্যের পরিবর্তে অন্য সদস্য মনোনীত করতে পারবে।

(চ) 'সম্মেলন'-এর কোনও সদস্য যদি কোনো ঘৃণ্য বা সমাজে নিন্দনীয় মামলায় অভিযুক্ত হন এবং আদালতে সেই সংক্রান্ত অভিযোগনামা গৃহীত হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি তার সদস্যপদের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত হন তবে সেই অভিযুক্তের সদস্যপদ তৎক্ষণাৎ খারিজ হবে। সদস্যপদের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকলে সদস্যপদ নবীকরণ করা হবে না। যদি বিচারাধীন সদস্য মামলায় অব্যাহতি পান, তবে তৎক্ষণাৎ তার সদস্যপদ খারিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হবে।

(ছ) 'সম্মেলন'-এর প্রতিটি স্তরে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কার্যনির্বাহক সমিতি বার্ষিক সাধারণ অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবে।

(জ) আঞ্চলিক, জেলা সমিতি সমূহের এবং কেন্দ্রীয় সমিতির দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত ও কার্যসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহক সমিতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

১০। আঞ্চলিক সমিতি :

(ক) গ্রামাঞ্চলে ভৌগোলিক অবস্থানে পাশাপাশি ন্যূনতম পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি আঞ্চলিক সমিতি গঠন করা যাবে এবং ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) সদস্য সংখ্যা থাকতে হবে।

(খ) শহরাঞ্চলে প্রতিটি পুরসভা ও নগর সমিতি অঞ্চলে একটি করে শহর আঞ্চলিক সমিতি গঠন করা যাবে। জেলা সদরে শহর আঞ্চলিক সমিতিগুলিতে ন্যূনতম ২০০ (দুই শত) জন, মহকুমা সদর ও অন্যান্য নগর সমিতি ভিত্তিক শহর আঞ্চলিক সমিতিগুলিতে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) জন সদস্য সংখ্যা থাকতে হবে। জেলা সদরের ভৌগোলিক পরিসর বিবেচনায় একের অধিক আঞ্চলিক সমিতি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় জেলা ও কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে গঠন করা যাবে।

(গ) **আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সমিতি :** আঞ্চলিক সমিতির সব সদস্যকে নিয়ে আঞ্চলিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আঞ্চলিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদক এক বছরের সাংগঠনিক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ে হিসেব পেশ করবেন। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সাধারণ সভায় সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমিতির আওতাধীন এলাকা থেকে মনোনীত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সব সদস্য, জেলা সমিতির পদাধিকারী এবং নিম্নলিখিত নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কার্যকরী সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক গঠিত হবে।

১) সভাপতি - ১ জন

২) সহ-সভাপতি - ৩ জন

৩) সম্পাদক - ১ জন

৪) সহ-সম্পাদক - ২ জন (১ জন সাংগঠনিক এবং ১ জন প্রশাসনিক)

৫) কোষাধ্যক্ষ - ১ জন

৬) সম্পাদক (সাহিত্য বিভাগ) – ১ জন

৭) সম্পাদক (সংস্কৃতি বিভাগ) – ১ জন

৮) কার্যনির্বাহক সদস্য - ১১ জন। ৯ জন নির্বাচিত সদস্য সহ বিদায়ী আঞ্চলিক সভাপতি এবং বিদায়ী আঞ্চলিক সম্পাদক এই দুজনকে নিয়ে মোট ১১ জন সদস্য হবেন। যদি আঞ্চলিক সভাপতি এবং আঞ্চলিক সম্পাদক পদে আসীন ব্যক্তি স্বপদে বহাল থাকেন তাহলে আরও ২ জন সদস্য নির্বাচন করা যাবে। তবে মোট নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সদস্য সংখ্যা ১১ই থাকবে।

(ঘ) প্রত্যেক আঞ্চলিক সমিতিকে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচি কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার আদলে হবে। মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশ উপস্থিতি হলেই গণপূর্তি ফোরাম হবে। প্রতি দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নূতন করে নির্বাচন করতে হবে। আঞ্চলিক সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলা সমিতির পক্ষ থেকে একজন। পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে এবং ওই পর্যবেক্ষককে নির্দিষ্ট সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সভার প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা সমিতির সম্পাদকের কাছে যথাসময়ে জমা দিতে হবে।

(ঙ) **আঞ্চলিক সমিতির তহবিল :** নিজেদের সংগৃহীত সদস্য মাদার ৭ (ছ) মতে আনুপাতিক অংশ প্রত্যেক আঞ্চলিক সমিতি পাবে। এছাড়াও 'সম্মেলন'-এর উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য স্থানীয়ভাবে রসিদ বই ছেপে, অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে হিসাব সংরক্ষণ আবশ্যক। আঞ্চলিক সম্পাদক ₹৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার অধিক অর্থ হাতে রাখতে পারবেন না। কার্যকরী সমিতি অনুমোদিত নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে সমস্ত তহবিল গচ্ছিত রাখতে হবে। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রয়োজনে যৌথভাবে টাকা উঠাতে পারবেন। প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজস্ব হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হবে। প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমিতির হিসাব পত্র তলব করে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

(চ) **জেলা ও কেন্দ্রীয় সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ :** জেলা সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য প্রতি দশ জন সদস্য পিছু একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবেন।

১১। জেলা সমিতি :

(ক) প্রশাসনিক জেলা এলাকার সব আঞ্চলিক সমিতি নিয়ে জেলা সমিতি গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, জেলা কার্যনির্বাহক সমিতির সব সদস্য ও প্রত্যেক আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি, সম্পাদক এবং প্রতি ১০ (দশ) জন সদস্য পিছু ১ (এক) জন প্রতিনিধি নিয়ে জেলা সাধারণ সভা গঠিত হবে। মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশ উপস্থিত হলে গণপূর্তি হব।

(খ) **জেলা কার্যনির্বাহক সমিতি :** জেলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদক এক বছরের কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করবেন। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় জেলা সমিতির দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য জেলা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, আঞ্চলিক সমিতিগুলোর সভাপতি ও সম্পাদক এবং নিম্নলিখিত নির্বাচিত পদাধিকারী ও কার্যকরী সদস্যদের নিয়ে জেলা কার্যনির্বাহক সমিতির গঠন করা হবে।

১) সভাপতি - ১ জন

২) সহ-সভাপতি - ৩ জন

৩) সম্পাদক - ১ জন

৪) সহ-সম্পাদক - ২ জন (১ জন সাংগঠনিক এবং ১ জন প্রশাসনিক)

৫) কোষাধ্যক্ষ – ১ জন

৬) সম্পাদক (সাহিত্য বিভাগ) – ১ জন

৭) সম্পাদক (সংস্কৃতি বিভাগ) – ১ জন

৮) কার্যনির্বাহক সদস্য- ১১ জন। ৯ জন নির্বাচিত সদস্য সহ বিদায়ী জেলা সভাপতি ও বিদায়ী জেলা সম্পাদক এই দুজনকে নিয়ে মোট ১১ জন সদস্য হবেন। যদি জেলা সভাপতি ও জেলা সম্পাদক পদে আসীন ব্যক্তি স্বপদে বহাল থাকেন তাহলে আরও দুজন সদস্য নির্বাচন করা যাবে। তবে মোট নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সদস্য সংখ্যা ১১ই থাকবে।

(গ) জেলা সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির পক্ষ থেকে একজন পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে এবং ওই পর্যবেক্ষককে সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সভার প্রতিবেদন তৈরি করে কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদকের কাছে যথাসময়ে তা জমা দিতে হবে।

(ঘ) **জেলা সমিতির তহবিল :** নিজেদের সংগৃহীত সদস্য চাঁদার ৭ (ছ) মতে আনুপাতিক অংশ প্রত্যেক জেলা সমিতি পাবে। এছাড়াও 'সম্মেলন'-এর উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য স্থানীয়ভাবে রসিদ ছেপে, বই প্রকাশ ও বিপনন এবং অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে উপযুক্তভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। জেলা সম্পাদক ₹৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক অর্থ হাতে রাখতে পারবেন না। কার্যকরী সমিতি অনুমোদিত নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে সমস্ত তহবিল গচ্ছিত রাখতে হবে। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রয়োজনে যৌথভাবে টাকা উঠাতে পারবেন। প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজস্ব হিসাব-পরীক্ষকের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হবে। প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি সংশ্লিষ্ট জেলা সমিতির হিসাবপত্র তলব করে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

১২। কেন্দ্রীয় সমিতি :

সম্মেলনের ভৌগোলিক এলাকায় সব জেলা সমিতিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হবে। প্রতিটি আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক, প্রতি ১০ (দশ) জন সদস্য পিছু ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি ও জেলা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সব সদস্য নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত হবে।

(ক) **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি :**

১। সভাপতি – জন

২) সহ-সভাপতি – ৩ জন (জেলা প্রতি ১ জন)

৩। সাধারণ সম্পাদক – ১ জন

৪। সহ সম্পাদক – ৩ জন (জেলা প্রতি ১ জন)। তিন সহ সম্পাদকের একজন প্রশাসনিক ও অন্য দু-জন সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ – ১ জন

৬। সম্পাদক (সাহিত্য বিভাগ) – ১ জন

৭। সম্পাদক (সংস্কৃতি বিভাগ) – ১ জন

৮। সম্পাদক (কার্যালয়) – ১ জন

এছাড়া তিন জেলা থেকে ১৩ (তেরো) জন করে মোট ৩৯ জন সদস্য, বিদায়ী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা সমিতি সমুহের সভাপতি ও সম্পাদকগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য থাকবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতিতে শিলচর থেকে নির্বাচিত সহ-সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদক শিলচরের বাইরে থাকলে কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করবেন।

১৩। সাধারণ সভা :

- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি 'সম্মেলন'-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য হবে।
- এক পঞ্চমাংশ বা অন্যূন ৪০ (চল্লিশ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার গণপূর্তি (কোরাম) হবে। অধিবেশনকালে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনের সাধারণ সভা 'সম্মেলন'-এর আলোচ্য সুচি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও প্রকাশ্য অধিবেশনের কার্যসূচি চূড়ান্ত করবে।
- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় বিষয় নির্বাচনী সভার কার্য সম্পাদন করবে এবং বিষয় নির্বাচনী সভায় প্রস্তাবাদি সহ অন্যান্য বিষয়গুলি অনুমোদিত হলে তবেই তা সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য পেশ হবে।
- বিশেষ উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে গণপুর্তি (কোরাম) হবে। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে কার্যনির্বাহক সমিতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।
- বার্ষিক সাধারণ সভা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি নির্ধারিত অন্যান্য আলোচ্য সূচির সঙ্গে নিম্নলিখিত কার্যসূচি পরিচালনা ও রূপায়ণ করবে : -
  ১) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন;
  ২) আয় ব্যায়ের হিসাব;
  ৩) প্রস্তাবাদি গ্রহণ;
  ৪) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন (দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে)।

১৪। কেন্দ্রীয় তহবিল :

নিজেদের সংগৃহীত সদস্য চাঁদার ৭ (ছ) মতে আনুপাতিক অংশ কেন্দ্রীয় সমিতি পাবে। এ ছাড়াও 'সম্মেলন'-এর উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য রসিদ বই ছেপে, বই প্রকাশনা, অনুষ্ঠান আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। কার্যকরী সমিতি অনুমোদিত নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে সমস্ত তহবিল গচ্ছিত রাখতে হবে। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রয়োজনে যৌথভাবে টাকা উঠাতে পারবেন। প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজস্ব হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হবে। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য সর্বাধিক ₹১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রেখে ব্যয়ের অধিকার সাধারণ সম্পাদকের থাকবে এবং তার অধিক অর্থ ব্যয় করতে হলে কার্যনির্বাহক সমিতির পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

১৫। কেন্দ্রীয় অধিবেশন ও অভ্যর্থনা সমিতি :

প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর সম্মেলনের কেন্দ্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি অধিবেশনের স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করবে। ওই নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদক অধিবেশন আয়োজনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এই অধিবেশন সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা সভাপতি ও সম্পাদক যৌথভাবে অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের সভা আহ্বান করবেন। সেই সভায় কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত থাকবেন। অভ্যর্থনা

সমিতিতে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদাধিকারী মনোনীত করা যেতে পারে। তবে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে সংশ্লিষ্ট জেলা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষরাই থাকবেন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন অনুভব হলে সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সম্মেলনের প্রবীণ কোনও ব্যক্তিত্বকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি হিসেবে কার্যনির্বাহ করবেন।

এই অভ্যর্থনা সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তার নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যসুচি গ্রহণ করবে। অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় সম্মেলনের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি সাধারণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হবে।

দ্বি-বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অভ্যর্থনা সমিতির উপর ন্যস্ত থাকবে। অভ্যর্থনা সমিতি দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থের হিসেব ছয় মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে।

১৬। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভা :

সাধারণ সম্পাদক তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করে অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ কার্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করতে পারবেন। বছরে কম পক্ষে ২ (দুটো) সভা আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, শাখা সম্মেলন সমূহ ও সব সভ্যের কাছে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।

১৭। নির্বাহী পর্ষদ :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি সম্মেলনের কার্য সম্পাদন দ্রুত এবং গতিশীল করার জন্য নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী পর্ষদ অবস্থা বিবেচনায় যে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সম্পাদকগণ, জেলা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এর সদস্য থাকবেন। প্রয়োজনবোধে সাধারণ সম্পাদক সম্মেলনের যে কোনও সদস্যকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে পর্ষদের গণপূর্তি (কোরাম) হবে।

১৮। উপ-সমিতি :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি তার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত এবং প্রয়োজনে নতুন উপ-সমিতি গঠন করতে পারবে। এই উপ-সমিতিগুলোর আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

(ক) **গবেষণা পর্ষদ (ভাষা আকাদেমী) :** বরাক উপত্যকার সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণা ও গবেষণামূলক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষণা পর্যন গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে পর্ষদের সদস্য থাকবেন।

২০১০-১১ সাল থেকে 'গবেষণা পর্ষদ' পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে 'আকাদেমি পত্রিকা' নামে এবং ইতিপূর্বে 'ভাষা আকাদেমি' নামটি সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে। তাই গবেষণা পর্ষদ' নামের পরিবর্তে এখন থেকে 'ভাষা আকাদেমী' নাম ব্যবহার হবে।

(খ) **মুখপত্র উপ-সমিতি :** সম্মেলনের মুখপত্র প্রকাশনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি মুখপত্র উপ-সমিতি গঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এর সদস্য থাকবেন। সম্মেলনের প্রতি কার্যকালে নিয়মিতভাবে দুটো মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে।

(গ) **সাহিত্য ও সংস্কৃতি উপ-সমিতি :** কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক উপ-সমিতি গঠন করবে এবং বিভাগীয় সম্পাদকগণ আহ্বায়কের কাজ করবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এর সদস্য থাকবেন।

(ঘ) **শিক্ষা উপ-সমিতি :** সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক একজন আহ্বায়কসহ মোট ৫(পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 'শিক্ষা উপসমিতি' গঠন করবে। কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে ওই উপসমিতির সদস্য থাকবেন।

(ঙ) **প্রকাশনা উপ-সমিতি :** সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা এবং বিপণন সহ সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি একজন আহ্বায়কসহ মোট ৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 'প্রকাশনা উপ-সমিতি' গঠন করবে। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে ওই উপ-সমিতির সদস্য থাকবেন এবং তিনি প্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) **ছাত্র-যুব শাখা :** সম্মেলনকে আগামীদিনে আরও কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্যে নবীন প্রজন্মকে সামিল করার জন্য প্রয়োজনে ছাত্র-যুব শাখা গঠন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়ুয়া সহ সদ্য প্রাক্তন পড়ুয়াদেরকে এতে সদস্য হিসেবে সামিল করে শাখা সমিতি গঠন করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি প্রস্তুত নিয়মাবলীর আধারে সংশ্লিষ্ট জেলা সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে গোটা প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে।

১৯। **নিয়মাবলী :**

সম্মেলনকে আগামীদিনে আরও কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্যে গঠনতন্ত্রের আধারে বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারার যথোপযুক্ত প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়ামাবলী প্রস্তুত করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি নিয়মাবলী প্রস্তুত করবে, যা সংগঠনের সব স্তরের সমিতি অনুসরণ করবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদন ক্রমে প্রয়োজনীয় শাখা সংগঠন করা যাবে।

২০। দূরশিক্ষা কেন্দ্র :

২০১৭ সাল থেকে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির বিশেষ এক প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাভাষা পাঠদানের জন্য একটি দূরশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে আসাম সরকারের অনুমোদনক্রমে এক বছর সময়কালীন একটি বাংলা ভাষা ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম (Diploma Course in Bengali Language (DCBL) চালু করা হয়েছে। ওই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের কার্যাবলীর প্রতিবেদনের সঙ্গে হিসাব পরীক্ষকের পরীক্ষিত কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবও কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি অনুমোদনক্রমে দূরশিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব গঠনতন্ত্র থাকবে এবং সে অনুসারে একটি পরিচালন সমিতি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গঠন করা হবে। এই পরিচালন সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় গঠন করা হবে।

২১। সভাপতি ও নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট :

(ক) সম্মেলনের সব সভায় সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। তার নির্ণায়ক ভোট (কাস্টিং ভোট) থাকবে। সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকবেন এবং তাঁকে অবহিত করা হবে। সম্মেলন সুষ্ঠভাবে চলার জন্য তিনি নির্দেশ দিবেন এবং সম্মেলন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলছে কিনা সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখবেন। অন্যথায় তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতিকে পরামর্শ দেবেন।

খ) কোনও কারণে সম্মেলনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে সভাপতি কার্যকরী সমিতি বা সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দিতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে নিজেই সভা আহ্বানক্রমে অচলাবস্থার নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২২। সহ-সভাপতি :

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সদস্যদের প্রস্তাবে ও সমর্থনে যে কোনও সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণ অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য থেকে যে কোনও একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচন করা যাবে। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সভার সভাপতি সংগঠনের সভাপতির ক্ষমতা সভার কাজ পরিচালনা করতে পারবেন।

২৩। সাধারণ সম্পাদকের সাংগঠনিক ও আর্থিক ক্ষমতা :

(ক) সাধারণ সম্পাদক সম্মেলনের মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারূপে সমস্ত কার্য নির্বাহ করবেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতি বা নির্বাহী পর্ষদে গৃহীত প্রস্তাবাদি বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট থাকবেন।

(খ) তিনি নিজে অথবা কোনও সহ-সম্পাদক সম্মেলনের সভা আহ্বান করবেন বা করাবেন।

(গ) সম্মেলনের প্রয়োজনীয় কার্যে অর্থ ব্যয় করার তিনি অধিকারী হবেন। তবে ব্যয় ₹১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হলে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক-অনুমোদন নিতে হবে। তিনি সম্মেলনের সমস্ত প্রাপ্য টাকার রসিদ অনুমোদন করবেন।

(ঘ) কাজের সুবিধার জন্য তিনি সর্বাধিক ₹১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখতে পারবেন এবং ব্যয় করার পর তার হিসাব কোষাধ্যক্ষকে সমঝে দেবেন।

২৪। সহ-সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে সহ-সম্পাদকগণ সম্মেলনের কার্য পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য ও সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক ন্যস্ত সমগ্র দায়িত্ব পালন করবেন।

২৫। কোষাধ্যক্ষ :

কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় ব্যাঙ্কে রাখা টাকার হিসাব সংরক্ষণ এবং সম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাবাবলী রক্ষা এবং প্রতি বছরের পরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

২৬। সম্পাদক সাহিত্য বিভাগ :

সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাহিত্য বিভাগের সমস্ত কাজকর্ম সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন নিয়ে তিনি দায়িত্ব সহকারে পরিচালনা করবেন।

২৭। সম্পাদক সংস্কৃতি বিভাগ :

সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংস্কৃতি বিভাগের সমস্ত কার্য সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন নিয়ে তিনি দায়িত্ব সহকারে করবেন।

২৮। সম্পাদক (কার্যালয়) :

সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারে সম্পাদক (কার্যালয়) কার্যনির্বাহ করবেন।

২৯। হিসাব পরীক্ষক :

বার্ষিক অধিবেশনে বা সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত করা হবে। তিনি আয় ব্যয়ের সাকুল্য হিসাব পরীক্ষা করবেন এবং এই পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব কোষাধ্যক্ষ বার্ষিক সভা/ অধিবেশনে পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবক্রমে হিসাব পরীক্ষক অভ্যর্থনা সমিতি এবং যে কোনও শাখা সম্মেলনের আংশিক বা সামগ্রিক হিসাব তলব এবং পরীক্ষা করতে পারবেন।

৩০। সভ্য বহিষ্কার :

কোনও সভ্যের বিরুদ্ধে সম্মেলনের সংবিধান ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কার্যকরী সমিতি ওই সভ্যকে সম্মেলন থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন। শাস্তিপ্রাপ্ত সভ্য উর্ধ্বতন সমিতি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে আবেদন করতে পারবেন। সর্বাবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

৩১। সংবিধান সংশোধন :

সম্মেলনের যে কোনও সভ্য সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে পেশ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি সম্মেলনের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা বিশেষভাবে আহুত সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। সাধারণ সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

৩২। তলবি সভা :

সম্মেলনের কেন্দ্রীয়, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরের কার্যকরী সমিতি সমূহের এক-তৃতীয়াংশের লিখিত দাবিতে তলবি সভা আহ্বান করা হবে। লিখিত দাবি বা নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক অথবা সংশ্লিষ্ট স্তরের সম্পাদক সভা আহ্বান না করলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যরা, কর্মকর্তাগণ সহ সব সদস্যকে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়ে একযোগে সভা আহ্বান করতে পারবেন। ওই বিজ্ঞপ্তিতে সভার স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচ্য বিষয় সু-নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্তর ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন এবং সর্বাবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতিকে অবহিত করতে হবে এবং তাদের প্রাক অনুমোদন নিতে হবে। অন্যথায় গৃহীত সব ব্যবস্থা অবৈধ, অ-কার্যকর ও গঠনতন্ত্র বিরোধী বলে গণ্য করা হবে। এরূপ হলে ঊর্ধ্বতন সমিতি অথবা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি সংবিধান অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির নির্দেশ সর্বাবস্থায় চূড়ান্ত ও আবশ্যিক বলে গণ্য করা হবে।

৩৩। মুলতবি সভা :

মুলতবি সভার জন্য কোনও গণপূর্তি (কোরাম)-এর প্রয়োজন হবে না।

৩৪। সম্মেলনের উদ্দেশ্য পূরণের বাধা অপসারণের ব্যবস্থা :

সম্মেলনের লক্ষ্য পূরণে কোনো বাধা বা সমস্যা দেখা দিলে তা অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি যে কোনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এই সংবিধানের কোনও ধারা বা উপধারায় ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে তা মেনে নিতে হবে।

৩৫। সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ :

উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে সম্মেলনের নামে অবণ্টিত ভূমি এবং তার উপর নির্মিত বা নির্মীয়মান ভবনগুলো সহ সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সংগঠনের সংশ্লিষ্ট সমিতি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, সম্ভাব্য পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারবে। ভবিষ্যতে সম্মেলনের স্বার্থে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ আহরিত হলে সংশ্লিষ্ট সমিতিই তার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।

৩৬। বিধিগত ব্যবস্থা :

অনিবার্য কারণে সম্মেলনের বিলুপ্তি ঘটলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের 'দি সোসাইটিস্ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'-এর বিধান অনুসারে 'সম্মেলন'-এর বিত্ত-বিষয়াদি বিলির ব্যবস্থা করা হবে।